মেহেরপুরের পিরোজপুর এ বাঁশের অাঘাতে সেলিম রেজার মৃতু

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর পশ্চিমপাড়ার মোঃ মহির উদ্দিন(৫৫) এর ছেলে মোঃ সেলিম রেজা (২৮) গতকাল সকাল ৮ টার সময় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত সেলিম রেজা একজন পাওয়ার টিলার চালক ছিলেন। তিনি গতকাল শুক্রবার সকাল ৮ টার সময় পাওয়ার টিলার নিয়ে নিজ গ্রামের মৃত গোকুল সর্দার এর ছেলে বোরহানউদ্দিনের (৩৫)ধান আনার জন্য মাঠের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান, এবং তিনি ধান আনার জন্য বাঁশ বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি নিজের পাওয়ার টিলারের গতিরোধ নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এবং তখন একটি বাশের সাথে পাওয়ার টিলার ধাক্কা লেগে যায় এবং ওই বাশটি তিনার গলার সাথে এসে ধাক্কা লাগে এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান।তৎক্ষণাৎ গ্রামের লোকজন এসে মৃত সেলিম রেজা কে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। মৃত সেলিম রেজার ৫ বছরের একটি কন্যা সন্তান আছে,গ্রাম প্রতিনিধি ইমাদুল হক বলেন, আমরা সেলিম রেজার মৃত্যুতে পুরো গ্রাম বাঁশি গভীরভাবে শোকাহত।

মেহরপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ছে দিনমজুরের স্বপ্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারি নতুন পাড়ায় মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মিজানুর রহমান একই পাড়ার মৃত রহিম ওস্তাদের ছেলে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৩ টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে গরুর ঘর ও রান্নাঘরসহ বেশ কিছু মালামাল পুড়ে একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র দিনমজুর মিজানুর রহমান ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

গাংনীর রামনগরে মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে ছয় পুলিশ সদস্য আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি ইউনিয়নের রামনগর ভোট কেন্দ্রে মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চার রাউন্ড ফাঁকা গুলি বর্ষণ করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন- এসআই সাইদুর রহমান এসআই,আব্দুর রাজ্জাক, টিএসআই হুমাইন,এএসআই রাশিদুল ইসলাম,কনস্টেবল হেমায়েত কনস্টেবল নুর জাহিদ।

স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, বামন্দী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে মাত্র ১৪ ভোটের ব্যবধান মেম্বর নির্বাচিত হন আরিফুল ইসলাম। ১৪ ভোটে পরাজিত হওয়া ইউনুছ আলীর ব্যালট পেপার কয়েকটি ছিড়ে ভোট কেন্দ্রের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ উঠে।

এ নিয়ে পুলিশের সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন দুই মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকরা। এক পর্যায়ে তা সংঘর্ষে রুপ নেয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকরা। লাঠিসোটা নিয়ে তারা পুলিশের উপর আক্রমণ করেন। পুলিশ সদস্যরা আত্মরক্ষায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৪ রাউন্ড ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে পুলিশ।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আহত পুলিশ সদস্যদেরকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের উপর আক্রমণের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও তাদের নামে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে বলেও জানান তিনি।

মহাজনপুরে ভোটের পর নৌকার এজেন্টের বাড়িতে হামলা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুরে নৌকার এজেন্ট সার্জেন্ট (অব.) আব্দুল মতিন ও তার ভাই শহিদুলের ইসলামের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বিজয়ী প্রার্থীর লোকজন।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টার সময় বিজয়ী প্রার্থী আমাম হোসেন মিলুর কর্মীর এ হামলা চালায়। হামলায় বাড়ির দরজা ও দোকানের সার্টার ভাংচুর করা হয়েছে। এতে এজেন্ট আব্দুল মতিন আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

আব্দুল মতিনের ভাতিজা নাসিম আহমেদ জানান, মহাজনপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড যতারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রার্থীর এজেন্ট ছিলেন তার চাচা আব্দুল মতিন। ভোটে জেতার পর বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী ইমান, দুলাল, হাসিবুল ওসজিবের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি দূর্বত্তের দল হামলা চালায়।

মেহেরপুরের ৭টি বিদ্রোহী, ২টিতে আ.লীগ প্রার্থী বিজয়ী

মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভরাডুবি হয়েছে। ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি বিদ্রোহী প্রার্থী এবং ২টিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করেছেন।
গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে বিদ্রোহী প্রার্থী বর্তমান চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা (আনারস) নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী হয়েছেন কৃষকলীগ নেতা আবুল বাশার

(মোটরসাইকেল)।
মটমুড়া ইউনিয়নে বিদ্রোহী প্রার্থী ও বর্তমান চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ(আনারস) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আবুল হাশেম (নৌকা)।
তেতুলবাড়ীয়াতে বিদ্রোহী প্রার্থী নাজমুল হুদা (আনারস) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাহ আল মামুন (নৌকা)। সাহারবাটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মশিউর রহমান (নৌকা) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল (আনারস)।
বামন্দীতে ওবায়দুর রহমান কমল (নৌকা) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকট তম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল আওয়াল (চশমা)।
মুজিবনগরের বাগোয়ানে বিদ্রোহী ও বর্তমান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন (আনারস) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুতুব উদ্দিন (নৌকা)।
দারিয়াপুরে বিদ্রোহী মাহবুব আলম রবি (ঘোড়া) বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোস্তাকিম উল খোকন (নৌকা)।
মোনাখালীতে বিদ্রোহী ও বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান (ঘোড়া) নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রফিকুল ইসলাম (নৌকা)।
মহাজনপুরে বিদ্রোহী ও বর্তমান চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু (আনারস) নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজাউর রহমান নান্নু(নৌকা)।

গাংনীর হিজলবাড়িয়া কেন্দ্রে ৩ জাল ভোটারের জরিমানা

জাল ভোট দিতে এসে জিল্লুর রহমান (১৭), বাচ্চু হোসেন (১৭) এবং শাওন হোসেন(১৭) নামের তিন যুবক আটক করার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের

হিজল বাড়িয়া কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। দণ্ডিত জিল্লুর রহমান হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে, বাচ্চু একই গ্রামের আব্দুল মোমিনের ছেলে এবং শাওন আব্দুল মালেকের ছেলে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১১ এর ৩১(২) ধারায় তিন যুবকের নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এর আগে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ওই তিন ভুয়া ভোটার কে গ্রেপ্তার করেন।

কোমরপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর এজেন্টের মধ্যে কথা-কাটাকাটির জের ধরে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৪ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়েছে। প্রায় ৩০ মিনিট ভোট বন্ধ থাকার পর পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়।এসময় নৌকার ২ এজেন্টকে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

আজ বৃহস্পতিবার মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের শুরুতেই এ ঘটনা ঘটে।

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, প্রতিপক্ষ আনারস প্রার্থীর এজেন্টরা ওই কেন্দ্রে জোরপূর্বক ভোট দিচ্ছিলো। এ সময় আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করি। এসময় কেন্দ্রের কর্তব্যরত পুলিশের এসআই শরিফুল ইসলাম হাবিব আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। আমি প্রার্থীতার পরিচয় দেয়ার পরেও সে আমাকে হুমকি দেয়।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসেমসহ পুলিশ প্রশাসনের কিছু সদস্য বিদ্রোহী প্রার্থী আমাম হোসেন মিলুর সমর্থনে কাজ করছে। তাদের ইন্ধনেই আমার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে অপদস্থ করেছে। এ সময় নৌকার সমর্থকরা জোরপূর্বক কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চার রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালায়। এ ঘটনার পরপরই সেখানে ভোটদান পর্ব বন্ধ করে রাখা হয়। প্রায় ৩০ মিনিট পর পরিস্থিতি শান্ত হলে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। এ সময় সেখান থেকে নৌকার দুই এজেন্টকে পুলিশ নিয়ে যায়।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আমাম হোসেন মিলু পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, আমার এজেন্টের বের করে দিয়ে জোর করে নৌকার পক্ষে ভোট মারছিল। এ সময় আমি উপস্থিত হলে নৌকার এজেন্টের সাথে আমার এজেন্টের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। তারা আমার এজেন্টকে বের করে দেয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চার রাউন্ড ফাকা গুলি ছোড়ে। আমি প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিস্থিতি দাবি জানাচ্ছি।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল হাসেম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চার রাউন্ড ফাকা গুলি ছোড়ার কথা স্বীকার করে বলেন, এখানে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, আমি বক্তব্য দিতে পারি না।

তবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামারুল ইসলাম তাৎক্ষনিক কোন বক্তব্য দেননি।

কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে প্রিজাইডিং কর্মকর্তার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দায়িত্বপালন করতে গিয়ে কেন্দ্রে এক প্রিজাইডিং কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে। তার নাম জয়নাল আবেদিন।

বুধবার দিনগত রাত সোয়া ১২টার দিকের মিরপুর উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড রামনগর তিঁতুতলা কেন্দ্রে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান।

মৃত জয়নাল আবেদিন মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের নিমতলা কলেজের শিক্ষক ছিলেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে তিনি ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পান।

কেন্দ্রের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম জানান, রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা জয়নাল আবেদন শরীর ভালো না বলে জানায়। পরে শুনি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এরপর তিনি শুয়ে পড়েন এবং আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যান। স্থানীয় চিকিৎসককে খবর দিলে তিনি এসে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কুর্শা ইউনিয়ন নির্বাচনের রির্টানিং কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম নান্নু জানান, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কুর্শা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।

তবে স্থানীয়দের ধারণা, নির্বাচন নিয়ে প্রার্থীর চাপে ভয় পেয়ে তার মৃত্যু হতে পারে। ওই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ, জাসদ ও আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে একাধিকবার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

মুজিবনগরে ইউপি নির্বাচনে ভোট গ্রহন শুরু

মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৪ টি ইউনিয়নে সকাল ৮ টা থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে ইউপি নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১১নভেম্বর) ভোট গ্রহন শুরু হয় সকল ৮ টায়। ভোট গ্রহণ চলবে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।
বৃহস্প্রতিবার সকাল থেকেই ধিরে ধিরে ভোটারদের লাইন বারতে চলেছে। তবে সকালের দিকে পুরুষ ভোটারদের তুলনায় মেয়ে ভোটারদের চাপ একটু

বেশি।
এদিকে সুষ্ঠভাবে ভোট শেষ করতে প্রতিটি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছে।
মুজিবনগর উপজেলায় চেয়াম্যান পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন ২০ জন, সাধারণ সদস্য (পুরুষ) পদে ১ শ ১৪৩ জন, সংরক্ষিত সদস্য(নারী) পদে ৪২ জন।
মুজিবনগর উপজেলার মোট ৪০টি ভোট কেন্দ্রে বুথ করা েহেয়ছে ২৪০ টি। চারটি ইউনিয়নে পুরুষ ৩৯ হাজার ৯১৩জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছে ৪০ হাজার ৫৪২জন।
৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে বাগোয়ান ইউনিয়নে এই প্রথম বারের মত ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীর সাহারবাটির ধর্মচাকী ভোট কেন্দ্রে বাঁধার অভিযোগ

গাংনীর সাহারবািটিইউনিয়নের ভোমরদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালেয় কেন্দ্রে ভোট দানে বাধা দানের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সকালে ভোট শুরু হওয়ার পরপরই নৌকা সমর্থিত প্রার্থীর লিখন হোসেন নামের এক কর্মি বিদ্রোহী প্রার্থীর ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে বাধা প্রদান করেন। পরে স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রশাসনের লোকজন যাওয়াতে পালিয়ে যায় লিখন হোসেন।

এ প্রসঙ্গে নৌকার প্রার্থী মশিউর রহমান জানান, তার লোকজন এটা করেনি। তিনি বলেছেন ভোট প্রতিটি কেন্দ্রে সুষ্ঠভাবেই শুরু হয়েছে।এখানে কোনো ঝামেলা নেই। তবে হিজলবাড়িয়া কেন্দ্রটি ঝুকিপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।